সাহিত্য :

- লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা : ছড়া
- বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য সম্রাট' বলা হয় : বঙ্কিমচন্দ্রকে।
- 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সম্পাদনা করেন : দীনেশচন্দ্র সেন।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক : নিধু বাবু।
- চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন : ভুসুক পা, ৮টি।
- 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' চরণটির রচয়িতা : রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়।
- আমীর হামজা ও জঙ্গনামা গ্রন' দুটির লেখক : ফকীর গরীবুল্লাহ।
- কাহ্ন পা রচিত পদের সংখ্যা : ১৩টি
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম বই : বেতাল পঞ্চবিংশতি।
- যে মহিলা কবি সর্বপ্রথম রামায়ণ অনুবাদ করেন : চন্দ্রাবতী।
- মর্সিয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছিল : অষ্টাদশ শতকে।
- অন্নদা মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা : ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
- বাংলা সাহিত্যে সনেটে প্রবর্তক : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- মুসলমান নারী জাগরণের অগ্রদূত : বেগম রোকেয়া।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয় : (৬৫০-১২০০) খ্রি: পর্যন্ত সময়কালকে।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটির রচয়িতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- বাংলা সাহিত্যের কণিষ্ঠতম সন্তান বলা হয় : ছোট গল্পকে।
- শানি-পুরের কবি বলা হয় : মোজাম্মেল হককে।
- 'ঠকচাচা' চরিত্রটি যে উপন্যাসের : আলালের ঘরের দুলাল।
- কবি কঙ্কন উপাধী যার : মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর।
- বাংলা একাডেমীকে বলা হয় : জাতির মননের প্রতীক।
- মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি : আলাওল।
- মহিলা রামায়ণকার বলা হয় : কবি চন্দ্রাবতীকে।
- 'ডাকঘর' নাটকটির রচয়িতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিগত পরীক্ষার প্রশ্ন:

- ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম : সাত সাগরের মাঝি।(২৯ তম BCS)
- 'অনল প্রবাহ' রচনা করেন : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।(২৯ তম BCS)
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' : একটি উপন্যাস।(২৪ তম BCS)
- 'বত্রিশ সিংহাসন' এর রচয়িতা : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। (২৬ তম BCS)

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

- বাংলা গীতি কবিতায় ভোরের পাখি বলা হয় : বিহারীলাল চক্রবর্তীকে (১১ তম BCS)
- বাংলা সাহিত্যে সনেটে প্রবর্তক : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।(২৫ তম BCS)
- মুসলমান নারী জাগরণের অগ্রদূত : বেগম রোকেয়া। (২৯ তম BCS)
- 'জাহান্নাম হতে বিদায়' উপন্যাসটি হলো : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। (২৮ তম BCS)
- পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীন লেখক : দৌলত কাজী(১১ তম BCS)
- 'কবর' নাটকটির লেখক : মুনীর চৌধুরী(১০ তম BCS)

ব্যাকরণ:

- বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন : মনো এল দ্য আসসুম্প সাও।
- 'কুলা' শব্দটি : দেশি শব্দ।
- তৎসব উপসর্গ : ২০টি।
- যে স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই : অ।
- বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণের সংখ্যা : ৩২টি।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রা বর্ণের সংখ্যা : ৮টি।
- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে : কার।
- ব্যঞ্জবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে : ফলা।
- দমন করা যায় না যাকে : অদম্য।
- 'আ, সু, বি, নি' এই চারটি উপসর্গ পাওয়া যায় : বাংলা ও তৎসম উপসর্গে।
- ছাত্ররা বল খেলে : কর্মে শূণ্য।
- অর্থানুসারে বাংলা শব্দ : ৩ প্রকার।
- 'বিষাদসিন্ধু' যে সমাস : কর্মধারায় সমাস।
- সাধু ভাষা : গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দ বহুল।
- ক থেকে ম পর্যন-' ২৫টি ধ্বনিকে বলা হয় : স্পর্শ ধ্বনি।
- 'লবণ' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হবে : লো + অন।
- 'যজ্ঞ' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ : যজ + ন।
- 'ভূতের ব্যাগার' বাগধারাটির অর্থ : অপচয়।
- 'যে মেয়ের বিয়ে হয়নি' এককথায় হবে : অনূঢ়া।
- 'লাঠালাঠি' : ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস।
- 'ইস্কাপন, টেক্কা, রুইতন, হরতন' ইত্যাদি : ওলন্দাজ শব্দ।
- চ, ছ, জ, ঝ হলো : তালব্য বর্ণ।

বিগত পরীক্ষার প্রশ্ন:

- সমাস ভাষাকে : সংক্ষেপ করে। (২৯ তম BCS)
- 'উপরোধ' শব্দের অর্থ : অনুরোধ। (২৮ তম BCS)
- পদ বলতে বোঝায় : বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতু। (২০ তম BCS)
- 'সন্ধি ব্যাকরণের যে অংশের আলোচ্য বিষয় : ধ্বনিতত্ত্ব। (১৮ তম BCS)
- 'পেরেশান' শব্দটি : ফারসি (২৬ তম BCS)

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

- ‘চাঁদ’ শব্দটি : তদ্ভব শব্দ। (১০ তম BCS)
- ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয় : ধাতু (১২ তম BCS)
- বাংলা ভাষায় খাঁটি উপসর্গ আছে : ২১টি। (২৭ তম BCS)
- ‘নবান্ন’ শব্দটি যে প্রক্রিয়ায় গঠিত : সন্ধি (২৬ তম BCS)
- ‘বামেতর’ শব্দটির অর্থ : ডান (২৩ তম BCS)

বাংলা সাহিত্য:

- কোন বাঙালী প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন : রাজা রামমোহন রায়।
- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন : চর্যাপদ।
- কোন সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে : বাস্তববাদ।
- ‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল’ এর রচয়িতা : মদন মোহন তর্কালংকার।
- বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন ‘চর্যাপদ’ এর আবিষ্কারক : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ট্রাজেডি, কমেডি ও ফার্সের মূল পার্থক্য : জীবনাভূতির গভীরতায়।
- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা : গীতি কবিতা।
- ‘ব্রজবুলি’ হল : মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা।

বাংলা গীতি কবিতায় ভোরের পাখি বলা হয় : বিহারীলাল চক্রবর্তীকে

- বাংলা সাহিত্যে সনেটে প্রবর্তক : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন মুসলমান কবি : শাহ মোহাম্মদ সগীর।
- রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দেন কোন মুঘল সম্রাট : বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর।
- ‘দোভাষী পুঁথি’ হল : কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন : দীনেশচন্দ্র সেন।
- ‘বাঙালির ইতিহাস’ গ্রন্থটির রচয়িতা : ড. নীহার রঞ্জন রায়।
- বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল : দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী।
- বাঙলা সাহিত্যের ‘জীবনী বা লাল নীল দীপাবলি’ গ্রন্থের রচয়িতা : ড. হুমায়ুন আজাদ।
- ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’ যার রচনা : ভারত চন্দ্র রায় এর
- ‘জয়গুন’ কোন উপন্যাসের চরিত্র : সারেং বৌ।
- বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠন কার্য শুরু হয় : সেন যুগে।
- ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর কোন রাজসভার কবি : কৃষ্ণনগর রাজসভা।
- ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো : অন্ত্যমিল নেই।
- বাংলা সাহিত্যে ‘ভোরের পাখি’ বলা হয় : বিহারীলাল চক্রবর্তী কে
- ‘উত্তম পুরুষ’ উপন্যাসের রচয়িতা : রশীদ করিম।
- ‘পথের দাবি’ উপন্যাসের রচয়িতা : শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- সাধুভাষা সাধারণত নাটকের সংলাপে : অনুপযোগী।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিগত পরীক্ষার যা এসেছিল :

- ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম : সাত সাগরের মাঝি।(২৯ তম BCS)
- 'অনল প্রবাহ' রচনা করেন : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।(২৯ তম BCS)
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' : একটি উপন্যাস।(২৪ তম BCS)
- 'বত্রিশ সিংহাসন' এর রচয়িতা : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। (২৬ তম BCS)
- বাংলা গীতি কবিতায় ভোরের পাখি বলা হয় : বিহারীলাল চক্রবর্তীকে (১১ তম BCS)
- বাংলা সাহিত্যে সনেটে প্রবর্তক : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।(২৫ তম BCS)
- মুসলমান নারী জাগরণের অগ্রদূত : বেগম রোকেয়া। (২৯ তম BCS)
- 'জাহান্নাম হতে বিদায়' উপন্যাসটি হলো : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। (২৮ তম BCS)
- পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীন লেখক : দৌলত কাজী(১১ তম BCS)
- 'কবর' নাটকটির লেখক : মুনীর চৌধুরী(১০ তম BCS)

ব্যাকরণ :

- বর্ণ হচ্ছে : ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক।
- 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত : পর্তুগীজ
- বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান। এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ : ধ্বন্যাত্মক শব্দ।
- 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা'-এখানে 'মুখ' বলতে বোঝায় : শক্তি।
- 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত : বিপরীত।
- যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলে : নিত্য সমাস।
- 'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ : শৈত্য।
- উৎকর্ষতা যে কারণে অশুদ্ধ : প্রত্যয়জনিত কারনে
- 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য : জটিল।
- তুমি এতক্ষণ কী করেছ?-এখানে 'কী' কোন পদ : সর্বনাম।
- "আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।"-এই বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ : অধিকরন কারকে সপ্তমী।
- 'রাবণের চিতা' বাগধারা এর অর্থ হল : চির অশান্তি
- 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয় : ধ্বনিতত্ত্ব।

বিগত পরীক্ষার যা এসেছিল :

- সমাস ভাষাকে : সংক্ষেপ করে। (২৯ তম BCS)
- 'উপরোধ' শব্দের অর্থ : অনুরোধ। (২৮ তম BCS)
- পদ বলতে বোঝায় : বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতু। (২০ তম BCS)
- 'সন্ধি ব্যাকরণের যে অংশের আলোচ্য বিষয় : ধ্বনিতত্ত্ব। (১৮ তম BCS)
- 'পেরেশান' শব্দটি : ফারসি (২৬ তম BCS)
- 'চাঁদ' শব্দটি : তদ্ভব শব্দ। (১০ তম BCS)

www.bcsourgoal.com.bd

- ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয় : ধাতু (১২ তম BCS)
- বাংলা ভাষায় খাঁটি উপসর্গ আছে : ২১টি। (২৭ তম BCS)
- 'নবান্ন' শব্দটি যে প্রক্রিয়ায় গঠিত : সন্ধি (২৬ তম BCS)
- 'বামেতর' শব্দটির অর্থ : ডান (২৩ তম BCS)

(ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত)

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd